গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৫১.২২.০৫৪.২৫.২৫৮

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩২ / ২৩ জুলাই ২০২৫

বিষয়: জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা (National Policy Competition) আয়োজন।

মহোদয়,

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে **"জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা"** আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য হলো তরুণদের মধ্যে নীতি প্রণয়ন, উদ্ভাবনী চিন্তা ও সমাধানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে উৎসাহিত করা। প্রতিযোগিতার থিম নির্ধারণ করা হয়েছে **"বাংলাদেশ ২.০: তারুণ্যের নেতৃত্বে আগামীর পথ"**। বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে দলগত নীতি প্রস্তাবনা প্রণয়নপূর্বক জমাদান ও উপস্থাপন করবে। প্রাপ্ত নীতি প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের আলোকে পুরস্কৃত করা হবে।

আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতাটি সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত আপনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সহযোগিতার ক্ষেত্র:

১. **শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ:** বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে উৎসাহ প্রদান।

২. **কর্মশালা আয়োজন:** প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালাগুলোতে লজিস্টিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৩. **দল গঠন:** নীতি প্রতিযোগিতায় বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি দলে ০৩ জন করে সদস্য থাকবেন যাদের মধ্যে ০১ জন নারী সদস্য অবশ্যই রাখতে হবে।

৪. **মূল্যায়ন কমিটিতে অংশগ্রহণ:** বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে ধারণাপত্র ও নীতিমালা মূল্যায়নে সহায়তা।

৫. **প্রচার ও প্রসার:** বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংগঠন ও যোগাযোগ মাধ্যম (ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড, সোশ্যাল মিডিয়া) ব্যবহার করে প্রতিযোগিতার প্রচার।

আশা করি, আপনার বিশ্ববিদ্যালয় এই মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তরুণ প্রজন্মের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য যে, এ প্রতিযোগিতার আনুষঙ্গিক ব্যয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বহন করবে।

আপনার সুবিবেচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংযুক্তি: প্রতিযোগিতার কন্সেপ্ট পেপার (খসড়া)।

বিনীত,

২৩/০৭/২০২৫

ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন
যুগ্মসচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

স্মারক নং রেজি/প্রশা-৩/ ১১৬০৭ - বি

তারিখ: ২৭/৪ /১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ১১/৮ /২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

(খসড়া)

জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা (National Policy Competition)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। দেশ যখন মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধির অঙ্গীকার নিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের সবচেয়ে গতিশীল শক্তি, অর্থাৎ যুবসমাজের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই যাত্রা জুড়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা, শোনা এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তরুণদের মধ্যে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং উদ্ভাবনী নীতি সংলাপ উৎসাহিত করতে একটি জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা (National Policy Competition) আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল আগামী প্রজন্মের নেতৃত্বকে জাতীয় এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করা, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গথচলায় সহায়ক হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। প্রতিযোগিতাটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর আয়োজিত হবে। এতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে কর্মশালা আয়োজন করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে তাদের প্রস্তাবিত নীতি সরকারি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়া হবে।

লক্ষ্য:

বিদ্যমান নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সময়োপযোগী, দূরদর্শী এবং কার্যকর নীতি প্রস্তাবে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করা।

প্রতিপাদ্য: বাংলাদেশ ২.০: তারুণ্যের নেতৃত্বে আগামীর পথে (Bangladesh 2.0: Youth Leading the Path to Tomorrow)

বিষয়: প্রতিযোগিতার বিষয় মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী:

- স্নাতক, স্নাতকোত্তর কিংবা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।

প্রতিযোগিতার রূপরেখা:

প্রতিযোগিতাটি দেশের ১০টি নির্বাচিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও লজিস্টিক সহায়তায় নিজস্ব শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতাটি স্বতন্ত্রভাবে আয়োজন করবে।

ধাপ ১: প্রাথমিক গর্ব ধারণাপত্র জমাদান:

ধারণাপত্র আহ্বান: মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচিত বিষয়ের ওপর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সর্বোচ্চ ১,০০০ শব্দের একটি ধারণাপত্র (Concept Note) আহ্বান করবে। এটি বাংলা অথবা ইংরেজি যেকোনো ভাষায় জমা দেওয়া যাবে। ধারণাপত্রের সঙ্গে প্রতিটি দলকে একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা (Power Point Presentation) অথবা সর্বোচ্চ ২ মিনিটের একটি ভিডিও পিচ জমা দিতে হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য মন্ত্রণালয় একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে। উক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কর্মশালা (অনলাইন বা অফলাইন) পরিচালনা করবেন, যা তাদের ধারণাপত্র প্রণয়নে সহায়ক হবে। উক্ত কর্মশালার উদ্দেশ্য হবে নির্বাচিত বিষয়ের উপর অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা, বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং ধারণাপত্র প্রস্তুতের দক্ষতা তৈরি।

মূল্যায়ন কমিটি ও শীর্ষ দল নির্বাচন: প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিন সদস্যের একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে, যারা গৃহীত ধারণাপত্র যাচাই করে শীর্ষ ৩টি দল নির্বাচন করবেন।

ফলাফল ঘোষণা: প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল মন্ত্রণালয়ের নিকট জমা দেবে।

ধাপ ২: চূড়ান্ত পর্ব- পূর্ণাঙ্গ নীতিপত্র ও উপস্থাপনা

- উচ্চতর কর্মশালা: মন্ত্রণালয় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ নির্বাচিত দলগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উচ্চতর কর্মশালার (অনলাইন বা অফলাইন) আয়োজন করবেন। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হবে নির্বাচিত দলগুলোর সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ নীতিপত্র প্রস্তুত ও উপস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন।
- পূর্ণাঙ্গ নীতিপত্র জমাদান: নির্বাচিত প্রতিটি দল একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিপত্র (হার্ডকপি ও সফটকপি) (Microsoft Word) উভয় ফরম্যাটে) জমা দেবে। পাশাপাশি, একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনাও সংযুক্ত করতে হবে।
- **উপস্থাপনা অনুষ্ঠান:** প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি নীতি উপস্থাপনা অনুষ্ঠান আয়োজন করবে, যেখানে চূড়ান্ত প্রতিযোগী দলগুলো তাদের নীতিপত্র বিচারকমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপন করবে। প্রতিটি দলের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট উপস্থাপনার সময় বরাদ্দ থাকবে, যার পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
- **বিচারকমণ্ডলী:** প্রাথমিক পর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত একই মূল্যায়ন কমিটি চূড়ান্ত পর্বেও বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন।
- **পুরস্কার ও সার্টিফিকেট:** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিজয়ী দলকে ৪৫,০০০ টাকার অর্থমূল্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, উপযুক্ততা সাপেক্ষে, তাদের প্রস্তাবিত নীতিপত্র জাতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি সহযোগিতায় কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সব অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

নীতিপত্র প্রস্তুতের ফরম্যাটিং নির্দেশনা

. ফন্ট ও বিন্যাস:

- ফন্ট: ইংরেজি-Arial, বাংলা- SutonnyMJ বা Nikosh
- ফন্ট সাইজ: ১২
- লাইন স্পেসিং: ১.৫

. শব্দসংখ্যা: নীতিপত্রের শব্দসংখ্যার সীমা সর্বনিম্ন ৫,০০০ এবং সর্বোচ্চ ৬,০০০।

. প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism): সর্বোচ্চ সীমা ১৫%।

. নীতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- শিরোনাম পাতা (Title Page): শিরোনাম, শিক্ষার্থীদের নাম, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান
- সারাংশ (Abstract)
- ভূমিকা (Introduction)
- সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)
- পদ্ধতি (Methodology)
- প্রেক্ষাপট ও উপাত্ত বিশ্লেষণ (Situation and Data Analysis)
- নীতি বিকল্পসমূহ (Policy Options)
- নীতি সুপারিশ (Policy Recommendations)
- বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy)
- উপসংহার (Conclusion)
- তথ্যসূত্র (References): APA বা MLA যেকোনো একটি স্বীকৃত রেফারেন্স স্টাইলে।
- পরিশিষ্ট (Annexes): প্রয়োজন অনুযায়ী।

দল গঠন ও যোগ্যতা

- প্রতিটি দলে ৩ জন আয়োজক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী থাকবে, এবং দলে অন্তত ১ জন নারী সদস্য থাকতে হবে।
- যেকোনো বিষয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- প্রতিটি দল একজন সদস্যকে দলনেতা হিসেবে মনোনীত করবে, যিনি জমাদান এন যোগাযোগ সমন্বয় করবেন।

সময় পরিকল্পনা

ধারণাপত্র জমাদান	৭ দিন
ধারণাপত্র মূল্যায়ন	৫-৭ দিন
চূড়ান্ত নীতিপত্র জমাদান	১০ দিন
চূড়ান্ত পর্ব ও উপস্থাপনা অনুষ্ঠান	১ দিন

ব্য: প্রতিটি পর্যায়ের নির্দিষ্ট তারিখ মন্ত্রণালয় এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

মূল্যায়ন ও মানদণ্ড

ধাপ ১: ধারণাপত্র মূল্যায়ন (মোট: ১০০ নম্বর)

মানদণ্ড	নম্বর
সমস্যার প্রাসঙ্গিকতা	১৫
প্রস্তাবিত ধারণাপত্র উদ্ভাবনশীলতা	২০
ধারণার কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা	২০
লেখার গঠন ও মান	১৫
ভিজ্যুয়াল বা পিচ (পাওয়ারপয়েন্ট/ভিডিও)	১০
প্রভাব তৈরির সম্ভাবনা	২০

ধাপ-২: চূড়ান্ত নীতিপত্র এবং উপস্থাপনা মূল্যায়ন (মোট: ১০০ নম্বর)

মানদণ্ড	নম্বর
গবেষণার গভীরতা এবং প্রমাণভিত্তিক তথ্য উপাত্তের ব্যবহার	২০
নীতির প্রাসঙ্গিকতা	১৫
মৌলিকতা এবং উদ্ভাবনশীলতা	১০
যুক্তির স্পষ্ঠতা এবং লেখার গঠন ও মান	১৫
বাস্তবায়নযোগ্যতা	১৫
উপস্থাপনা (প্রেজেন্টেশন)	১০
বিচারকমন্ডলীর প্রশ্নের উত্তর (০৩) টি	১৫